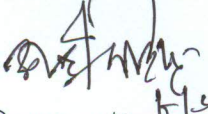


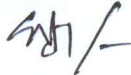
## প্রেসরিলিজ

=====

বিগত ৩১মে'২০১৭ হতে ২জুন'২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ৩দিন ব্যাপী চীনদেশের গুয়াংডং প্রদেশের অন্তর্গত গুয়াংজু শহরের "চায়না ইম্পোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট ফেয়ার কমপ্লেক্স"-এ ২৭তম Shoes & Leather Fair, Guangzhou-2017 অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৯.৩০ মিঃ থেকে শুরু করে বিরতিহীনভাবে বিকেল ৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত এ মেলা চলে। ২জুন বিকাল ৩.৩০ মিঃ এ মেলার সমাপ্তি ঘটে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য এবং এ পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের একসেসরিজ, কেমিকেল, মেশিনারিজ নিয়ে বিভিন্ন উৎপাদনকারী, ব্যবসায়ী ও রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠান এই মেলায় অংশগ্রহন করে। বাংলাদেশ থেকেও ১০টি রপ্তানীমুখী প্রতিষ্ঠান তাদের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য নিয়ে অংশগ্রহন করে। এর মধ্যে রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো, ঢাকা এর তত্ত্বাবধানে ৭টি প্রতিষ্ঠান এবং নিজস্ব উদ্যোগে ৩টি প্রতিষ্ঠান মেলাতে অংশগ্রহন করে। এশিয়া মহাদেশের মধ্যে সুজ এন্ড লেদার ফেয়ার হিসেবে খ্যাত হংকং এর পর গুয়াংঝু লেদার ফেয়ার এর অবস্থান। বাংলাদেশ, ব্রাজিল, চায়না, জার্মানী, হংকং, ইন্দোনেশিয়া, ইটালী, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান, পর্তুগাল, পোল্যান্ড, স্পেন, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড, নেদারল্যান্ড, তুরস্ক, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ভিয়েতনামসহ মোট ১৯টি দেশ এ মেলায় অংশগ্রহন করে এবং তাদের পণ্য প্রদর্শন করে। বাংলাদেশও তার অবস্থান থেকে পিছিয়ে ছিলনা। ক্রেতা আকর্ষণের বিভিন্ন কৌশল তারা এখানে প্রয়োগ করেছিল। তাদের সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতা করেছিল রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর প্যাভিলিয়ন পরিচালক জনাব মোঃ মামুন অর রশিদ এবং সহকারী প্যাভিলিয়ন পরিচালক জনাব কাজী মোঃ সাইদুর রহমান।

০২। মেলায় অংশগ্রহনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল নিজস্ব পণ্য কী করে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করে আমদানীকারককে আকৃষ্ট করা যায় এবং ফ্যাশনেবল পণ্য তৈরী ও পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করে রপ্তানীর প্রবৃদ্ধি ঘটানো সম্ভব হয়। এক এক দেশ অন্যদেশের পণ্যের ধরন, উপস্থাপন প্রক্রিয়া, আমদানীকারককে আকর্ষণ করার কৌশল রপ্ত করে। আমদানীকারকবৃন্দ কী চায়, কী ধরনের পণ্য পছন্দ করে এ মেলার অভিজ্ঞতা থেকে তা সহজেই জেনে নেয়া সম্ভব হয়। মেলায় অংশগ্রহন ব্যতীত এ বিষয় গুলি কোনভাবেই জানা সম্ভব নয়। মেলায় অংশগ্রহন করে বাংলাদেশী লেদার ও লেদার পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের পণ্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে কনফার্ম অর্ডার হিসেবে ডলার ৩৬,২০,০০০ এবং সম্ভাব্য অর্ডার হিসেবে ডলার ৩৩,৭৫,০০০ নিশ্চিত করেছে।

  
কাজী মোঃ সাইদুর রহমান  
সহকারী প্যাভিলিয়ন পরিচালক  
গবেষণা কর্মকর্তা (চঃদাঃ)  
রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো  
রাজশাহী।

  
মোঃ মামুন অর রশিদ  
প্যাভিলিয়ন পরিচালক  
সহকারী পরিচালক  
রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো  
চট্টগ্রাম।